1. "তার আমি জামিন হতে পারি"- বক্তা কেন জামিন হতে চেয়েছেন?

পথের দাবী পাঠ্যাংশে কেন্দ্রীয় চরিত্র অপূর্ব রেঙ্গুন পুলিশ স্টেশনে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিক সন্দেহে আটক গিরিশ মহাপাত্রের জামিন হতে চেয়েছে মূলত রাজবিদ্রোহী সব্যসাচীকে আড়াল করার জন্যই। পুলিশকর্তা নিমাইবাবু যে আদৌ এই ছদ্মবেশীকে চিনতে পারেননি তা বিলক্ষণ বুঝেই দেশপ্রাণ অপূর্ব তাঁর বিভ্রান্তিকে উসকে দিয়ে বলেছে যাকে তিনি খুঁজছেন এই লোকটি মোটেই সে নয়,এ বিষয়ে অপূর্ব এত নিশ্চিত যে সে এর জামিন পর্যন্ত হতে পারে।

2. প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হওয়ায অপূর্বর মনে কিরকম ভরসা জেগেছিল?

প্রথমশ্রেণির যাত্রী হওয়ায় অপূর্বর মনে হয়েছিল প্রভাতকাল পর্যন্ত আর তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে না, কারণ প্রথমশ্রেণির ক্ষেত্রে সাধারণ কামরার মতো পুলিশি উৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

3. 'যাকে খুঁজছেন তার কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।' -'কালচার' বলতে কি বোঝো ? কালচারের কথা ভাবতে বলা হয়েছে কেন ?

কালচার অর্থ সংস্কৃতি।কোনো মানুষ বা মনুষ্যগোষ্ঠীর শিক্ষা-রুচি- মন-মনন-ব্যবহার ইত্যাদির সমন্বয়ে যে আচরণগত বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠে,তাকেই কালচার বলে।

রাজদ্রোহী সব্যসাচী মল্লিক বহুবিদ্যায় পারদর্শী,বিলিতি ডাক্তার ডিগ্রিধারী ও বহুভাষাদক্ষ।তাঁর শিক্ষা-আচরণ-পোশাকে আভিজাত্যই কাম্য।কিন্তু পুলিশ স্টেশনে সব্যসাচীকে ভেবে যে গিরীশ মহাপাত্রকে আনা হয়েছে তার দৈহিক গঠন,অদ্ভুত পোশাক এবং স্থূলরুচি তথা বাকভঙ্গীতে আভিজাত্যের কোনো চিহ্নই নেই।তাই অপূর্ব বলেছে যাকে খোঁজা হচ্ছে তার কালচারের দিকটা ভাবা উচিত।

4. 'পথের দাবী ' উপন্যাসে অপূর্বর মধ্যে যে দেশ প্রেমের উদয় হয়েছে তা আলোচনা করো ।

পাঠ্যাংশে সহকর্মী তথা বন্ধু রামদাসকে অপূর্ব জানিয়েছে তার মনের ভিতরের স্বদেশানুরাগের কথা।অপরিচিত রাজবিদ্রোহী সব্যসাচী মল্লিকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে সহানুভূতিশীলতায় সে তীব্র অনুরক্ত।পিতৃবন্ধু নিমাইবাবুকে সে কাকা বলে শ্রদ্ধা করলেও দেশের তার কাছে দেশের আগে তাঁর স্থান নেই।বরং স্বদেশের মুক্তিবাসনায় যাঁরা সর্বপ্রকার আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁদেরকেই অপূর্ব দেশের মানুষের আত্মজন বলে মনে করে।বন্ধুর সাবধানবাণীর প্রত্যুত্তরে অপূর্ব বলেছে,"তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাক,আমি আজ থেকে তা মাথায় তুলে নিলাম"।

এইরূপ কথোপকথনেই অপূর্বর অন্তরে উদিত স্বদেশ প্রেম প্রকাশিত হয়েছে।